দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ 01 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শিবিরের আগ্রাসী থাবায় চট্টগ্রামের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষত-বিক্ষত

● লাঞ্ছনার শিকার অনেক শিক্ষকও ● করায়ত্ত অঢেল বিত্ত-বৈভব ● ইসলামের নামে ক্যাম্পাস দখল ● হাত কেটে উল্লাস ● শিবিরের হাতে জন্ম গিট্টু নাসির সাজ্জাদ খান হাবিব খান আহমেদুল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাত্রশিবিরের আগ্রাসী থাবায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রক্ত ঝরেছে। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা। পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে লাশের পর লাশ পড়েছে। খালি হয়েছে অগুনতি মায়ের বুক। সেই চাপা কান্না এখনো থামেনি। চিরতরে পঙ্গু হয়েছে অসংখ্য তরুণ শিক্ষার্থী। শিবির নেতা-ক্যাডারদের হাতে চরম লাঞ্ছনা ও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ভার্সিটির অনেক শিক্ষকও। সন্ত্রাস জগতে করাল গ্রাসের মধ্য দিয়ে তারা অঢেল অর্থ, বিত্ত-বৈভব গড়ে তুলেছে। নির্বিঘ্নে চালাচ্ছে শিবির অসংখ্য নামে-বেনামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজমান থাকা অবস্থায়ও সর্বশেষ গত রোববার মধ্যরাতে শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী থাবায় রক্তে রঞ্জিত হলো চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। শিবির ক্যাডারদের বর্বর হামলায় আহত ১৯ জন ছাত্র এখনো হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ইনস্টিটিউট ও এর সকল ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে গেছে। নিরুপায় ছাত্ররা ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ীঘরে চলে গেছে। বৃহৎ এ শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে শিক্ষার চাঞ্চল্যের বদলে নিস্তব্ধতা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো পবিত্র

পৃঃ৫ঃ কঃ৪

শিবিরের আগ্রাসী থাবায় চট্টগ্রামের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অঙ্গনে দখলী স্বত্ব কায়েম করতে গিয়ে শিবির বন্দরনগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকেই হাত কাটা, রগ কাটা আর ছাত্র হত্যার অপরাজনীতি চালু করেছে। এর মাধ্যমে তারা ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছে। চর দখলের কায়দায় ক্যাম্পাস দখল করতে গিয়ে তারা ইসলামের নামে অসংখ্য সন্ত্রাসীর জন্ম দিয়েছে। শিবিরের হাত ধরেই এ অঞ্চলে অসংখ্য গিট্টু নাসির, হাবিব খান, সাজ্জাদ খান, বাইট্টা আলমগীর, বিভিআর সেলিম ও 'শিবির' নাসিরের জন্ম হয়েছে। খাতা-বই-কলম ছেড়ে মারণাস্ত্রের মরণ খেলায় মেতে উঠে অনেক ছাত্র হয়েছে বিপথগামী। শিবিরের দখলী নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুহিব্বুল করিম খুকুমনির মতো মেধাবী ছাত্র কিংবা আহমেদুল হকের মতো তরুণ জনপ্রতিনিধি এবং সাজ্জাদ আলম খানের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভাবনাময় তরুণরা অপরাধ জগতের ডন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। খুকুমনি প্রতিপক্ষের ত্রাসফায়ারে খুন হয়েছে, সাজ্জাদ অসংখ্য হত্যা মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর জামায়াত ত্যাগ করার কিছুদিন পর সাতকানিয়ার জনপ্রিয় ইউপি চেয়ারম্যান আহমেদুল হক চৌধুরী 'আহমদ্যা' বাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্রসফায়ারে প্রাণ হারিয়েছে। তবে ছাত্রশিবির কথিত 'হেকমত' বা কৌশলের নামে এসব ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীর সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা বরাবরই অস্বীকার করে অপরাধের দায় এড়ানোর অপচেষ্টা করেছে।

গত এক-দু' দশকের বেশ কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতার সাথে আলাপকালে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ছাত্রশিবিরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তারা উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ওই সব সাবেক ছাত্রনেতা বলেন, ৮০'র দশকে শিবিরের ক্যাম্পাস দখলের লড়াইকে 'আদর্শিক লড়াই' হিসেবে বিবেচনা করা হলেও পরবর্তী সময়ে এই লড়াইয়ের পেছনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের মাঝে শিবিরের গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও পরে তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী শিবিরের জন্ম হয়। এরপর থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে তাদের তৎপরতা শুরু। শিবির ক্যাডাররা একের পর এক ক্যাম্পাস দখলের নীলনকশা নিয়ে মাঠে নামে। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে তৎকালীন স্বাধীন হামলায় প্রাণ হারায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন কার্যত শিবিরের কাছে দীর্ঘস্থায়ী জিম্মি। গত ৫ বছর বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভিন্ন বিভাগে অগণিত শিবির ক্যাডারকে চাকরির নামে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে চাকসু নির্বাচনে শিবির বিজয় লাভ করে। কিন্তু জনসমর্থন না থাকায় ক্যাম্পাসে তারা ছিল কোণঠাসা। বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামকে টার্গেট করে সন্ত্রাসী কায়দায় ক্যাম্পাস দখল করে শিবির। একই সময়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক দখল করতে দফায় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারা। তারও আগে সন্ত্রাসী কায়দায় শিবির দখল করে নেয় ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজ। পার্শ্ববর্তী দারুল উলুম মাদ্রাসাকে টার্গেট করে ওই দু'টি কলেজে আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে শিবির। তবারকের লাশের ওপর দিয়ে দখল করা হয় চট্টগ্রাম কলেজ। সেই থেকে গত দুই দশকে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজে শিবির ক্যাডারদের আগ্রাসী শক্তির মুখে ছাত্রদল-ছাত্রলীগসহ কোনো ছাত্র সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৮৯ সালে দিবালোকে সন্ত্রাসী কায়দায় দেশের বাণিজ্য শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান সরকারী বাণিজ্য কলেজ দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় শিবির। সংঘর্ষে প্রাণ হারায় ওসিম উদ্দিন মাহমুদ নামে শিবির কর্মী। বন্ধ হয় কলেজ ও ছাত্রাবাস। পরে কলেজ খোলা হলেও শিবিরের আগ্রাসী শক্তির ভয়ে এখনো পর্যন্ত কমার্স কলেজের ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ। ৮০'র দশকে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, পাহাড়তলী কলেজ এবং এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ বেসরকারী কলেজ এমইএস কলেজ দখল করতেও একাধিকবার সন্ত্রাসী হামলা চালায় শিবির। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উল্লেখিত তিনটি কলেজে এখনো শিবির প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ।

জন্মের মাত্র এক বছর পর ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবির বিজয়ী হয়। পরে তাদের আগ্রাসী ভূমিকার কারণে মেডিকেল ছাত্ররা তাদের প্রতি আস্থা হারায়। মেডিকেল ক্যাম্পাসে শিবির ছাত্রদলের আশ্রয়ে টিকে থাকে দীর্ঘদিন। আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর ছাত্রলীগকে হটিয়ে দিয়ে ক্যাম্পাস দখলে নেয় ছাত্রদল। কিছুদিন পর ছাত্রদলের আশ্রয়ে থাকা ছাত্রশিবির ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে মাঠে নামে। বিগত সরকারের সময়ে ছাত্রদল-শিবির দফায় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। বাকলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সরকারী কমার্শিয়াল